গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন-৩
www.minland.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৬৮.০১৬.১৯.১৬৪

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন, ২০১৯'-এর খসড়াটি জনমত সংগ্রহের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.minland.gov.bd-এ প্রকাশ করা হলো।

২। উক্ত প্রস্তাবিত খসড়ার বিষয়ে কোন মতামত ও পরামর্শ থাকলে লিখিতভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা-৩ এ ডাকযোগে কিংবা jslaw@minland.gov.bd ই-মেইলে আগামী ২১/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মো: মাহমুদ হাসান)
যুগ্মসচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়।

২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ..... নং আইন

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ভূমি ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণবিষয়ক অধ্যায় সংযোজনকল্পে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন—(১) এই আইন 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধন) আইন, ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইনের ধারা ২-এর সংশোধন—(ক) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২-এর দফা (৮)-এর 'হুকুম দখলের' শব্দের স্থলে 'হুকুম দখল বা ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উক্ত আইনের ধারা ২-এর দফা (৭)-এর পর নিম্নোক্ত দফা (৭ক) ও উক্ত আইনের ধারা ২-এর দফা ৮-এর পর দফা (৮ক)-এ বর্ণিত সংজ্ঞার্থসমূহ সংযোজিত হইবে।

(৭ক) ''পাইপলাইন'' অর্থ গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎ, পানি, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি পদার্থ ও শক্তি সঞ্চালন ও বিতরণ এবং অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রাংশ যাহা পাইপলাইনকে ব্যবহার-উপযোগী করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।"

(৮ক) ''ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ'' অর্থ ভূমি মালিকের মালিকানা ও দখল বজায় রাখিয়া ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে কোনো ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদান এবং উহার মালিক বা দখলদারের নির্দিষ্ট কিছু অধিকার রহিতকরণ;

৩। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইনে 'তৃতীয় ক' অধ্যায় সংযোজন—উক্ত আইনের তৃতীয় অধ্যায় ও ধারা ২৮-এর পর নিম্নরূপভাবে 'তৃতীয় ক' অধ্যায় এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ধারা ২৮ক হইতে ধারা ২৮ঠ পর্যন্ত ধারাসমূহ সংযোজিত হইবে।

"তৃতীয় ক অধ্যায়
ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ

২৮ক। ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ—(১) পাইপলাইন স্থাপন বা সঞ্চালন অথবা ভূ-অভ্যন্তরে অন্য কোনো অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে, প্রত্যাশী-সংস্থা কর্তৃক কোনো ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করা জনস্বার্থে বা জনপ্রয়োজনে আবশ্যক মর্মে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন;

সাধারণভাবে ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের বিষয়টি নাল শ্রেণির কৃষি ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে মালিকের সম্মতিসাপেক্ষে, অন্য শ্রেণির স্থাবর সম্পত্তি কিংবা স্থায়ী স্থাপনায় বিদ্যমান ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করা যাইবে;

(২) মালিক বা তাহার পরিবারের প্রকৃত আবাসস্থল, ধর্মীয় উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, গণগ্রন্থাগার, কবরস্থান বা শ্মশানের জন্য ব্যবহৃত ভূমি কিংবা শহর বা পৌর এলাকার কোনো ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করা যাইবে না;

(৩) জেলা প্রশাসক, উপধারা (১)-এর অধীন কোনো ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৪-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

২৮খ। ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি—এই আইনের ধারা ৪-এর অধীনে নোটিশ জারির বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৫-এ বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

২৮গ। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৬-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে। ভূমির

২৮ঘ। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান—(১) এই আইনের ধারা ২৮খ বা ধারা ২৮গ-এর অধীন কোনো ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, জেলা প্রশাসক তৎমোতাবেক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি সাধারণ নোটিশ জারি করিবেন; এবং

(২) এইক্ষেত্রে, এই আইনের ধারা ৭-এর পদ্ধতি ও শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

২৮ঙ। জেলা প্রশাসক কর্তৃক ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের রোয়েদাদ প্রস্তুত—জেলা প্রশাসক, ধারা ২৮ঘ-এর অধীন নোটিশে শুনানির জন্য ধার্য তারিখে অথবা অন্য কোনো মুলতুবি তারিখে নোটিশ জারির সময় ক্ষতিপূরণের জন্য দাবিদারগণের পরস্পরের দাবি এবং দাবিকৃত অংশের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং এই আইনের ধারা ৮-এ বর্ণিত বিষয়, পদ্ধতি ও শর্তে একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন।

২৮চ। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি—(১) এই আইনের অধীন ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করিবার ফলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন; যথা :

(ক) ধারা ৪-এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বাজার মূল্য :

তবে শর্ত থাকে যে, বাজার মূল্য নির্ধারণের সময় উক্ত স্থাবর সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত স্থাবর সম্পত্তির নোটিশ জারির পূর্বের ১২ (বারো) মাসের গড় মূল্য নির্ধারিত নিয়মে হিসাব করিতে হইবে।

(খ) যৌথ তালিকা প্রস্তুতের সময় স্থাবর সম্পত্তির উপর দণ্ডায়মান যে-কোনো ফসল বা বৃক্ষ বা বিদ্যমান স্থাপনার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি; এবং

(গ) ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বা স্থাপনার বা উপার্জনের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি।

(২) ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ করিবার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপধারা (১)-এর দফা (ক)-তে বর্ণিত সরকারি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাজারদরের শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাজারদরের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে; এবং

(৩) উপধারা (১)-এর দফা (খ) ও (গ) তে বর্ণিত ক্ষতির ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের উপর অতিরিক্ত শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

২৮ছ। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে যেসকল বিষয় বিবেচ্য নহে—এই আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথা :

(ক) ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের আবশ্যকতার মাত্রা;
(খ) প্রস্তাবিত ভূমির সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনিচ্ছা;
(গ) ধারা ২৮ঘ-এর অধীন নোটিশ জারির পর ব্যবহারের ফলে সংশ্লিষ্ট ভূমির কোনো ক্ষতি;
(ঘ) ধারা ৪-এর অধীন নোটিশ জারির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত প্রস্তাবিত ভূমির কোনোরূপ পরিবর্তন, উন্নয়ন বা বিক্রয়।

২৮জ। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান—ধারা ২৮ঙ-এর অধীন রোয়েদাদ প্রস্তুতের পর, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা

প্রশাসক উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ এই আইনের ধারা ১১-এর বিধান-সাপেক্ষে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

২৮ঝ। ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের আদেশ—(১) ধারা ২৮জ অনুসারে রোয়েদাদকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে বা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ভূমিতে পাইপলাইন স্থাপন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশের একটি ম্যাপসহ উহার তপশিল, পরিমাণ এবং সময়সীমা উল্লেখ করিয়া গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের আদেশ জারি করিবেন;

(২) এই ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে ভূমি ব্যবহারের কোন কোন অধিকার গ্রহণ করিলেন এবং উহার ফলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি ব্যবহারের কোন কোন অধিকার রহিত করিলেন উহা সুনির্দিষ্টভাবে আদেশে উল্লেখ করিবেন।

২৮ঞ। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের ভূমিতে প্রত্যাশী সংস্থার অধিকার—ধারা ২৮ঝ অনুসারে অধিকারপ্রাপ্ত প্রত্যাশী-সংস্থা সংশ্লিষ্ট ভূমি কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যথাসম্ভব কম ক্ষতিসাধন করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমিতে—

(ক) পাইপলাইন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো স্থাপন, নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন কিংবা অনুরূপ প্রয়োজনে যে-কোনো সময় বিনা নোটিশে প্রবেশ করিতে পারিবে;

(খ) উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমিতে দণ্ডায়মান ফসল, বৃক্ষ, ছোটোখাটো স্থাপনা ইত্যাদি অপসারণ করিতে পারিবে;

(গ) প্রয়োজনীয় খনন, ভরাট ইত্যাদি কাজ করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) এই ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতির জন্য এই আইনের ধারা ২৮চ-এর উপধারা (৩)-এর বিধান-অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

২৮ট। ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের ভূমিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার—ধারা ২৮ঞ-অনুসারে ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের আদেশ জারি সত্ত্বেও নিম্নরূপ শর্ত-সাপেক্ষে বা বিষয়াবলি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট ভূমিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাবতীয় আইনগত স্বত্ব ও অধিকার বহাল থাকিবে—

(ক) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ভূমির মালিকানা হস্তান্তর, বন্ধক, লিজ ইত্যাদি করা হইলে নূতন মালিক, বন্ধক

বা লিজ গ্রহীতার উপর, সংশ্লিষ্ট দলিল বা চুক্তিপত্রে যাহাই উল্লেখ থাকুক কিংবা না থাকুক, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারা ২৮জ অনুসারে ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ আদেশের সকল শর্ত সর্বতোভাবে প্রযোজ্য হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, খনন, স্থাপনা, বাঁধ নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি যাহা প্রত্যাশী-সংস্থা কর্তৃক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাইপলাইন স্থাপন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে

অসুবিধা সৃষ্টি করিবে, পাইপলাইন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন করিবে বা করিতে পারে তাহা হইতে বিরত থাকিবেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট ভূমিতে স্বাভাবিক চাষাবাদ করিতে পারিবেন, তবে উক্ত চাষাবাদের প্রয়োজনে ভূমির ০১ (এক) মিটারের অধিক গভীরে প্রবেশ করিবেন না;

(ঘ) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যাশী-সংস্থা কর্তৃক পাইপলাইন স্থাপন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে আইনগত সহযোগিতা করিবেন;

(ঙ) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভূমিতে গৃহীত বা সম্পাদিত কোনো কাজের ফলে পাইপলাইন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কিংবা পাইপলাইন বা অবকাঠামো স্থাপন, নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাধাগ্রস্ত হইলে উহা অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে; এবং

(চ) স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভূমিতে গৃহীত বা সম্পাদিত কোনো কাজের ফলে পাইপলাইন বা ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রত্যাশী-সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত হারে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২৮ঠ। ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ আদেশ প্রত্যাহার—(১) প্রত্যাশী-সংস্থা কর্তৃক—

(ক) ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হইলে বা ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বাভাবিক বিলম্ব হইলে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট ভূমিতে পাইপলাইন সঞ্চালন বা নির্মিত ভূগর্ভস্থ অবকাঠামো ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষ হইয়াছে মর্মে অবহিত করা হইলে জেলা প্রশাসক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত উপধারা (১)-অনুসারে আদেশ প্রত্যাহার করা হইলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর আরোপিত ভূমি

ব্যবহার-সংক্রান্ত যাবতীয় শর্তের অবসান ঘটিবে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের আদেশ জারির অব্যবহিত পূর্ববৎ অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবেন;

(৩) প্রত্যাহার-আদেশ জারির পূর্বেই প্রত্যাশী-সংস্থা সংশ্লিষ্ট ভূমিতে (যদি থাকে), নিজ অবকাঠামো, পাইপলাইন, যন্ত্রপাতি, স্থাপনা, ইত্যাদি অপসারণ করিবে; এবং

(৪) প্রত্যাহার আদেশ জারির মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট ভূমি যেরূপ আছে সেইরূপভাবেই নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবে।''

৪। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইনের ধারা ৩৩-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৩৩-এ 'হুকুমদখলকৃত' শব্দের পর 'অথবা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণকৃত' শব্দসমূহ এবং '৯, ১০ ও ২২'-এর পরিবর্তে '৯, ১০, ২২ ও ২৮ঙ' সংখ্যাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইনের ধারা ৪০-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪০-এ 'হুকুমদখল' শব্দের পর 'অথবা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ' এবং 'হুকুমদখলের' শব্দের পরিবর্তে 'হুকুমদখল বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইনের ধারা ৪১-এর সংশোধন**—উক্ত আইনের ধারা ৪১-এর প্রথম লাইনে 'হুকুমদখল' শব্দের পর 'বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ', দ্বিতীয় লাইনে 'অধিগ্রহণকৃত' শব্দের পর 'বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণকৃত', তৃতীয় লাইনে 'হুকুমদখলকৃত' শব্দের পর 'বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণকৃত' এবং 'হুকুমদখলের' শব্দের পর 'বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নং আইনের ধারা ৪৯-এর সংশোধন**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯-এর উপধারা (২)-এর দফা (ক)-তে 'হুকুমদখলকৃত' শব্দের পর 'বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণকৃত' এবং দফা (ঘ)-তে 'হুকুমদখলের' শব্দের পরিবর্তে 'হুকুমদখল বা ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণের' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭/০৭/২০১৯
মোঃ মাহমুদ হাসান
যুগ্মসচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার